যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে শেষ হল এইচএসসি পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে সোমবার শেষ হল এবারের এইচএসসি ও সমমানের লিখিত পরীক্ষা। প্রথম চারটি বিষয়ের পরীক্ষা ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পরই বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ওঠে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয় এবং বিজনেস স্টাডিজের হিসাববিজ্ঞানের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ বেশি জোরালো। ঢাকা, দিনাজপুর এবং বরিশাল বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ বেশি। অন্য বোর্ডের ক্ষেত্রেও অভিযোগ কমবেশি আছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, পরীক্ষার ৩০-৫০ মিনিট আগে ইন্টারনেটে অ্যাপসের মাধ্যমে কিছু শিক্ষার্থীর হাতে চলে যায় প্রশ্নপত্র। এমনকি ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র সমাধানে অনেককে বুয়েটের আবাসিক হলসহ প্রাইভেট টিউটরের কাছে ছুটতে দেখা গেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে শিক্ষক নিয়ে গিয়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সমাধানের ঘটনাও আছে। এমন নানা ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন।

বিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ে প্রশ্ন ফাঁস

মন্ত্রণালয়ের তদন্তের নির্দেশ

সরকারি কলেজে আজ কর্মবিরতি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান হতাশা প্রকাশ করে যুগান্তরকে বলেন, 'আমার জানামতে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি কড়াকড়ির মধ্যে এবারের পরীক্ষা নেয়া হয়। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন, বেশিরভাগ শিক্ষক খুবই আন্তরিক ছিলেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধে প্রমাণসাপেক্ষে তাৎক্ষণিক বিচারের মাধ্যমে শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নিয়মিত মামলার ঘটনা আছে একাধিক। সর্বশেষ গণিত দ্বিতীয় পত্রের এমসিকিউ প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগ মন্ত্রণালয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। উপযুক্ত লোক দিয়ে আমরা তদন্ত করাব।' তিনি মনে করেন, যেহেতু প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগগুলো সকালে উঠেছে। তাই এর সঙ্গে নিশ্চয়ই পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা শিক্ষক নামের দুষ্কৃতকারীরা ঘটিয়েছে। এত কড়াকড়ির মধ্যেও এমন ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ও ভাবমূর্তি নষ্ট করতে করেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এবারের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। গোয়েন্দা সংস্থাকে সক্রিয় রাখা হয়েছিল। পরীক্ষার হলে এবং ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে কেন্দ্রে যাওয়ার পথে স্মার্টফোন সঙ্গে রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ২ এপ্রিলের পরীক্ষায় ঢাকায় তিন শিক্ষককে আটক করে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ৬ এপ্রিল প্রশ্নপত্র নেয়ার কাজে কালো গ্লাসের পরিবহন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় পরের পরীক্ষায় ঢাকার চারটি প্রতিষ্ঠানের গাড়ি আটক করা হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোন জব্দের ঘটনা আছে অসংখ্য। ২ এপ্রিল ফরিদপুরের মধুখালীতে জনি নামে একজন বহিরাগত এমসিকিউ প্রশ্নের ছবি তুলে নেয়ার চেষ্টা করলে শিক্ষকরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ২ বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এর পরও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে শেষ হল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ঘটে। ১২ এপ্রিল একদিনেই দুটি ঘটনা ধরা পড়ে। ঢাকায় সিফাত জেসমিন নুর নামে একজন কলেজ শিক্ষিকাকে জীববিজ্ঞানের প্রশ্ন সমাধান করে দেয়ার সময়ে হাতেনাতে ধরে দু'বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। তার সঙ্গে মেহেদী হাসান নামে ছাত্রকে ধরে এক মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। একইদিন দিনাজপুরে নির্মল কুমার রায় নামে একজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৬ এপ্রিল নির্দেশনা জারি করে যে, শিক্ষার্থীদের ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু এ নির্দেশনা শতভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। ১৩ এপ্রিল উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার এমসিকিউ প্রশ্ন সমাধান করতে অনেকেই বুয়েটের আবাসিক হলে যায়। সেখানে ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এসব পরীক্ষার্থী ১০টা বা তার পর পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছে। গণিতের এই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তদন্ত করে ১৪ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমি মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়েছি। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হবে। এ কাজে গোয়েন্দা সংস্থাসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তারা থাকবেন। তারা প্রয়োজনে বুয়েটে গিয়ে সিসিটিভির ফুটেজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চিহ্নিত করে ফাঁসের অভিযোগের সত্যাসত্য বের করবেন। তদন্তে পাওয়া ফাইন্ডিংস অনুযায়ী সুপারিশ করা হবে।'

পরীক্ষায় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কড়াকড়ি করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকরা হামলার শিকার হয়েছেন। অতিরিক্ত সময় না দেয়ায় ২ এপ্রিল পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে শিক্ষার্থীরা। ১০ এপ্রিল ময়মনসিংহের গফরগাঁও সরকারি কলেজ কেন্দ্রে অবৈধ প্রবেশে বাধা দেয়ায় কাজী জাকিয়া ফেরদৌসী নামে একজন শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করে এক দুর্বৃত্ত। সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের প্রভাষক আহসান শহীদ আনসারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। জয়পুরহাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকরাও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন। নেত্রকোনা সরকারি কলেজের শিক্ষকের নিজ বিভাগে ঢুকে হামলা চালানো হয়। নওগাঁর সাপাহার সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. ফয়সাল আলমকে দুর্বৃত্তরা লাঞ্ছিত করে।

এসব ঘটনায় দোষীদের বিচারের দাবিতে আজ সব সরকারি কলেজে কর্মবিরতি ডেকেছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। সমিতির মহাসচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী বলেন, দোষীদের বিচার না হওয়ায় বারবার এমন ঘৃণ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ অবস্থায় কঠোর হওয়ার কোনো বিকল্প সমিতির সামনে ছিল না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, ...
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর